গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

গণনাকারীদের

# প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা

## নমুনা শুমারী ২০০৪

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
পরিকল্পনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
ই-২৭/১, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

# গণনাকারীদের প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা

## সূচীপত্র


| বিষয় | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|
| প্রশিক্ষকদের জন্য নির্দেশাবলী | ১ |
| উপক্রমনিকা | ২ |
| প্রথম অধ্যায় ঃ সাধারণ নিয়মাবলী | ৩ |
| দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ সাধারণ সংজ্ঞা সমূহ | ৫ |
| তৃতীয় অধ্যায় ঃ প্রশ্নপত্র পূরণ পদ্ধতি ঃ | |
| প্রথম অংশ ঃ খানা সংক্রান্ত | ৭ |
| দ্বিতীয় অংশ ঃ গৃহ সংক্রান্ত | ৯ |
| তৃতীয় অংশ ঃ সম্পদ সংক্রান্ত | ১১ |
| চতুর্থ অংশ ঃ প্রতিবন্ধী সংক্রান্ত | ১২ |
| পঞ্চম অংশ ঃ ব্যাক্তি সংক্রান্ত | ১৪ |
| ষষ্ঠ অংশ ঃ মৃত্যু সংক্রান্ত | ২০ |
| সপ্তম অংশ ঃ জন্ম সংক্রান্ত | ২১ |
| অষ্টম অংশ ঃ টালিসিট পূরণ | ২৩ |
| পরিশিশিষ্ট-ক ঃ স্মারনীয় ঘটনা | ২৫ |
| পরিশিষ্ট-খ ঃ বাংলা মাস হতে ইংরেজী ও ইংরেজী মাস হতে বাংলা মাসে রুপান্তর | ২৬ |

# প্রশিক্ষকদের জন্য নির্দেশাবলী

**প্রশিক্ষকগণ নিম্নবর্ণিত বিষয় সমূহ অবশ্যই পালন করবেন ঃ**

১। প্রশিক্ষণ ক্লাশে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা, ব্লাক বোর্ড, চক, ডাষ্টার ও অন্যান্য আনুষংগিক দ্রব্যাদি আছে কিনা প্রশিক্ষণ শুরুর পূর্বেই নিশ্চিত হউন ।

২। প্রশিক্ষণসূচী অনুযায়ী যথাসময়ে প্রশিক্ষনার্থীগণকে নিজ নিজ সিটে আসন গ্রহনের জন্য আহবান করুন। ক্লাশে সবাই নিরব হলে সম্ভাষনসহ প্রশিক্ষন শুরু করুন।

৩। সম্পূর্ন ম্যানুয়ালটি স্পষ্ট উচ্চারন করে হুবহু পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর উদাহারনসহ দেয়া আছে সেগুলো স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বলুন। যে নির্দেশগুলো বন্ধনীর মধ্যে আছে সেগুলো মনে মনে পড়ুন এবং পালন করুন।

৪। প্রতিটি অংশের অধীনস্থ প্রশ্নোত্তর সমূহ পড়া শেষ করার পর প্রশিক্ষণার্থীগণকে প্রশ্ন করার সুযোগ দিন এবং উদাহরনসহ প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দান করুন। অত:পর কয়েকজন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশ্ন করে অধ্যায়টি বুঝেছে কিনা নিশ্চিত হউন। অবশেষে সংশ্লিষ্ট অংশের অধীনস্থ প্রতিটি প্রশ্নের মূল বক্তব্যগুলো সংক্ষেপে আরেকবার বর্ণনা করুন।

# উপক্রমনিকা

**আস্‌সালামু-আলাইকুম,**

আপনাদের সবাইকে এ প্রশিক্ষণ ক্লাশে স্বাগত জানাচ্ছি। এখন আমি আপনাদের হাজিরা নেব। নাম ডাকলে মেহেরবানী করে দাঁড়িয়ে ‘হাজির’ বলবেন। (তালিকা দেখে নাম ডাকুন, নাম ডাকা শেষ হলে জিজ্ঞেস করুন)। কেহ বাদ পড়েছেন কি? (কেউ বাদ পড়লে তার নাম লিখুন)

আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, ধারাবহিকতা বজায় রেখে গত ২০০১ সালে বাংলাদেশে চতুর্থ আদমশুমারী অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই শুমারী মূলতঃ তিনটি পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হবে । প্রথম পর্যায়ে গত ২৩ থেকে ২৭শে জানুয়ারী, ২০০১ এই পাঁচ দিনে সমগ্র দেশে শুমারী অনুষ্ঠিত হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ২২ থেকে ২৬শে ফেব্রুয়ারী,২০০১ এই পাঁচ দিন নির্বাচিত এলাকায় গণনা পরবর্তী মান যাচাই জরিপ (PEC) অনুষ্ঠিত হয়েছে। মূল শুমারীতে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নপত্র ব্যবহার করে দেশের সকল জনগণের মৌলিক তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে। এখন নমূনা শুমারীর মাধ্যমে জনগণের বিস্তারিত আর্থ-সামাজিক তথ্যাদি সংগ্রহ করা হবে। আশা করা যায় যে, মূল শুমারী এবং নমূনা শুমারী হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি যুগপৎভাবে সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়নের উপযোগী জাতীয় উপাত্ত ভান্ডার প্রনয়ন করতে সহায়ক হবে।

নমুনা শুমারী প্রশ্নপত্র ৭টি অংশে বিভক্ত । এতে মোট ৭৪টি প্রশ্ন সংযোজন করা হয়েছে। প্রথম অংশে খানা সংক্রান্ত ৮টি প্রশ্ন, দ্বিতীয় অংশে গৃহ সংক্রান্ত ৯টি প্রশ্ন, তৃতীয় অংশে সম্পদ সংক্রান্ত ২টি প্রশ্ন, চতুর্থ অংশে প্রতিবন্ধী সংক্রান্ত ৮টি প্রশ্ন, পঞ্চম অংশে ব্যক্তি সংক্রান্ত ২৭টি প্রশ্ন, ষষ্ঠ অংশে মৃত্যু সংক্রান্ত ৭টি প্রশ্ন এবং সপ্তম অংশে জন্ম সংক্রান্ত ১৩টি প্রশ্ন । (ব্লো আপ (Blow up) প্রশ্নপত্রে প্রতিটি অংশ পুনরায় বুঝিয়ে দিন ।

# প্রথম অধ্যায়

## সাধারণ নিয়মাবলী

**১। প্রশিক্ষন ঃ** এ প্রশিক্ষন তিন দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হবে। এই ম্যানুয়ালটি ব্যবহার করে ভারবাটিম প্রশিক্ষন প্রদান করা হবে। প্রতিটি অধ্যায় সমাপ্ত হওয়ার পর মুক্ত আলোচনায় আপনারা নিঃসংকোচে অংশ গ্রহণ করবেন। প্রশিক্ষণ শুরুর পূর্বে ম্যানুয়ালটি ভালভাবে পড়ুন এবং প্রশিক্ষণের প্রথম দিন গণনাকারী বাছাই পরীক্ষায় অংশ নিন। মনে রাখবেন, বাছাই পরীক্ষায় পাশ করতে হলে সম্পূর্ন ম্যানুয়ালটি আপনাকে অবশ্যই ভালভাবে পড়তে হবে।

**২। প্রশিক্ষন সূচী ঃ** প্রশিক্ষন সূচী অনুযায়ী প্রথম দিন প্রশ্নপত্রের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অংশের উপর প্রশিক্ষন অনুষ্ঠিত হবে। দ্বিতীয় দিন ষষ্ঠ ও সপ্তম অংশের উপর প্রশিক্ষন ও ফিল্ড টেষ্ট অনুষ্ঠিত হবে এবং তৃতীয় দিন ফিল্ড টেষ্ট এর উপর পর্যালোচনা, মক প্রশিক্ষন (গণনাকারী ও উত্তরদাতার ভূমিকায় অভিনয়) এবং নমুনা শুমারীর মালামাল বিতরণ করা হবে। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশক্ষণার্থীগণকে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হবে।

**৩। প্রশ্নোত্তর ঃ** প্রশ্নপত্রে অধিকাংশ প্রশ্নের একাধিক সম্ভাব্য উত্তর দেয়া আছে (প্রশ্নপত্র দেখান)। প্রত্যেকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি বাছাই করে শুধু একটি প্রযোজ্য ঘরে [ ১ ] ক্রস X চিহ্ন দিন । (নমুনা বোর্ডে এঁকে দেখান)। শুধুমাত্র ১৮, ১৯, ২৭, ৬১, ৭৩ নম্বর প্রশ্নের একাধিক উত্তর হতে পারে অর্থাৎ একাধিক ঘরে ক্রস X চিহ্ন প্রযোজ্য হবে ।

**৪। গণনা এলাকার ম্যাপ ঃ** যথাযথভাবে নিজ নিজ গণনা এলাকা চিহ্নিত করে সঠিক গণনা নিশ্চিত করার জন্য আপনার গণনা এলাকার একটি ম্যাপও সরবরাহ করা হবে (নমুনা দেখান)। আপনার গ্রাম/মহল্লার কোথায় কি আছে তা নিশ্চয়ই আপনি আমাদের চেয়ে ভাল জানেন। আপনি নিশ্চিত থাকবেন যে, শুমারীতে কোন খানা অথবা ব্যক্তিকে দু'বার গণনা করা যাবে না। তেমনি কোন খানা অথবা ব্যক্তিকে গণনা হতে বাদও দেয়া যাবে না। গণনা শুরুর পূর্বে সরবরাহকৃত ম্যাপ দেখে আপনার জন্য নির্দ্ধারিত গণনা এলাকাটি ভাল করে চিনে নিন। সুপারভাইজারগণ গণনা শুরুর পূর্ব দিন অবশ্যই তার অধীনস্থ সকল গণনাকারীকে একত্র করে যার যার গণনা এলাকার সীমানা চিনিয়ে দেবেন ।

**৫। গণনাকিট ঃ** প্রশিক্ষণের তৃতীয় দিন প্রশিক্ষণ শেষে প্রত্যেক গণনাকারী অবশ্যই নিম্ন বর্ণিত দ্রব্যাদি সম্বলিত একটি গণনাকিট পাবেন ঃ

(ক) গণনা এলাকার ম্যাপ,

(খ) ২৮টি প্রশ্নপত্র সম্বলিত একটি গণনা বই,

(গ) ১টি পেন্সিল, একটি কাটার, একটি ইরেজার ও একটি চক ,

(ঘ) খানা তালিকা ফরম ,

(ঙ) নমুনা খানা তালিকা ফরম ।

**৬। সম্ভাষন ঃ** গণনার জন্য কোন খানায় প্রবেশের পূর্বে অত্যন্ত ভদ্রভাবে অনুমতি নিয়ে ঢুকবেন। যিনি উত্তরদাতা হবেন তার বয়স আপনার থেকে ছোট হউক বা বড় হউক তাকে অবশ্যই সালাম দেবেন এবং নম্রভাবে সম্বোধন করবেন, ''কেমন আছেন''। (আপনার নাম বলুন এবং পরিচয় পত্র দেখান) । আমি আদমশুমারীর কাজে এসেছি। আপনারা নিশ্চয়ই আদমশুমারীর কথা শুনেছেন। দেশ ও জাতীর উন্নয়নের জন্য যে সকল আর্থ-সামাজিক তথ্যাদির প্রয়োজন তা এখন সংগ্রহ করা হবে । এ সকল তথ্যের জন্য আপনাদের এলাকাটি বাছাই করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য আদমশুমারী অফিস হতে একটি প্রশ্নপত্র আমাদেরকে দিয়েছে। প্রশ্নপত্রটি পূরণ করার জন্য অনুগ্রহপূর্বক আমাকে কিছু সময় দেবেন কি? আপনাদের দেয়া তথ্য গোপন রাখার জন্য সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ।

**৭। প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার পদ্ধতি ঃ** তথ্য সংগ্রহকালে খানা প্রধান অথবা খানার কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে বিনয়ের সাথে প্রশ্ন করে প্রশ্নপত্র পূরন করুন। উত্তরদাতা পুরুষ বা মহিলা হতে পারেন, বৃদ্ধ অথবা যুবকও হতে পারেন। তবে অথর্ব অথবা নাবালক হওয়া বাঞ্চনীয় নয়। উত্তরদাতার কাছে নিজের পরিচয় দিন এবং সহজ ও সরল ভাষায় আগমনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করুন। (৬নং অনুচ্ছেদের বর্ণনা অনুসরণ করুন) ।

**৮। গণনা পদ্ধতি ঃ** ডি-ফেক্টো (De-facto) পদ্ধতি অনুসরণ করে শুমারী রাত্রিতে যে যেখানে অবস্থান করেছিলেন তাকে সেখানেই গণনার অন্তর্ভূক্ত করুন।

প্রথম অধ্যায়ের আলোচনা এখানেই শেষ হলো । এ অধ্যায়ের উপর আপনাদের কোন প্রশ্ন থাকলে নিঃসংকোচে করতে পারেন। (প্রশ্ন করা শেষ হলে কাউকে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞেস করুন) আপনি বলুন -

(ক) কোন ধরনের লোক উত্তরদাতা হওয়া উচিৎ নয়?

(খ) খানা প্রধান নয় এমন কেউ কি উত্তরদাতা হতে পারবেন?

(গ) কোন পদ্ধতি অনুসরণ করে গণনা করা হবে ?

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## সাধারণ সংজ্ঞা সমূহ

১। **নমূনা শুমারী মূহুর্ত ঃ** আগামী ৭ই জানুয়ারী , ২০০৪ ইং রোজ বুধবার দিবাগত রাত ১২-০০ ঘটিকাকে শুমারী মূহুর্ত হিসাবে গণ্য করতে হবে।

২। **নমূনা শুমারী কাল ঃ** আদমশুমারী বা লোক গণনা এবং নমূনা শুমারীর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের জন্য যে দিনগুলি নির্ধারণ করা হয়েছে তাদেরকে শুমারী কাল হিসেবে গণ্য করা হবে। মূল শুমারীতে জানুয়ারী ২৩ হতে জানুয়ারী ২৭, ২০০১ইং পর্যন্ত সময়কে শুমারী কাল হিসাবে গণ্য করা হয়েছে । নমুনা শুমারীতে ৮ হতে ২৮ জানুয়ারী ,২০০৪ .পর্যন্ত সময়কে শুমারী কাল হিসাবে গণ্য করতে হবে।

৩। **শুমারী রাত ঃ** শুমারী রাত থেকে ভোর ৫.টা পর্যন্ত সময়কে শুমারী রাত হিসেবে গণ্য করা হবে। ডি-ফ্যাক্টো (De-Facto) পদ্ধতি অনুযায়ী শুমারী রাতে কোন খানায় রাত যাপনকারী সকল লোককে ঐ খানার সদস্য হিসেবে গণনা করা হবে ।

৪। **রেফারেন্স পিরিয়ড ঃ** **(ক) কাজ ও পেশা** ঃ গত এক মাসের অধিকাংশ সময়।
**(খ) মৃত্যু** ঃ গত ১২ মাস বা ১ বৎসর।
**(গ) অন্যান্য সকল বিষয়** ঃ শুমারী রাত্রি ।

৫। **রেফারেন্স বয়স ঃ** **(ক) আপন মায়ের লাইন নং** ঃ ৬ বৎসরের কম বয়স্ক সন্তানের জন্য।
**(খ) শিক্ষা ও কাজকর্ম সংক্রান্ত** ঃ ৫বৎসর ও তদুর্দ্ধ বয়স্কদের জন্য।
**(গ) বর্তমানে বিবাহিত/বিধবা/ তালাকপ্রাপ্ত/বিচ্ছিন্ন মহিলাদের তথ্য** ঃ ১০ বৎসর ও তদুর্দ্ধ বয়স্ক।

৬। **ডি-ফেক্টো (De-facto) ঃ** ডি-ফেক্টো পদ্ধতি অনুযায়ী শুমারী রত্রিতে যে যেখানে অবস্থান করছেন সেখানই গণনাভূক্ত করা হবে। এই পদ্ধতি অনুযায়ী শুমারী রাতে যে খানায় রাত যাপন করেছেন তাদের সবাইকে সেই খানার সদস্য হিসেবে গণনা করতে হবে। খানার কোন স্থায়ী সদস্য যদি শুমারী রাতে খানায় উপস্থিত না থাকেন তবে তিনি যে খানায় শুমারী রাত যাপন করেছেন সেই খানায় গণনাভূক্ত করতে হবে। যদি কোন ব্যক্তি শুমারী মূহুর্তের আগে মারা গিয়ে থাকেন তাহলে তিনি শুমারীতে অন্তর্ভূক্ত হবেন না। অনুরূপভাবে যদি কোন শিশুর জন্ম শুমারী রাতের পরে ঘটে তবে তাকে শুমারীতে অন্তর্ভূক্ত করা যাবে না। পরিবারের কোন সদস্য চাকুরী উপলক্ষ্যে বাহিরে অথবা বিদেশে অবস্থান করলে তাকে গণনা হতে বাদ দিতে হবে ।

৭। **খানা ঃ** এক বা একাধিক ব্যক্তি যাঁরা শুমারী রাতে এক পাকে খেয়েছেন এবং একই বাড়ীতে রাত যাপন করেছেন তাঁদের সমন্বয়ে একটি খানা গঠিত। তবে যেখানেই আহার করুন, কোন ব্যক্তি শুমারীর রাতে যে খানায় রাত যাপন করেছেন গণনার উদ্দেশ্যে তাঁকে সেখানকার সদস্য হিসেবে গণ্য করতে হবে। একই বাড়ীতে/ঘরে এক বা একাধিক খানা থাকতে পারে। এ সকল প্রত্যেকটা খানা আলাদাভাবে গণনা করতে হবে। খানা সদস্যরা পরস্পরের সাথে রক্তের বা আইসংগতভাবে সম্পর্কযুক্ত হতে পারেন অথবা অনাত্মীয় এমনকি অন্য ধর্মাবলম্বীও হতে পারেন ।

৮। **বস্তি খানা ঃ** সরকারী জমি, খাস জমি, রেল লাইনের ধারে, রাস্তার পাশে, বাঁধের পাশে, অথবা বেসরকারী জায়গায় অপরিকল্পিত ভাবে এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে গড়ে উঠা পাঁচ অথবা ততোধিক ঘরের সমষ্টিকে বসতি হিসাবে গণ্য করতে হবে এবং বস্তিতে বসবাসকারী খানাগুলোকে বস্তি খানা হিসেবে গণ্য করতে হবে। বস্তির বৈশিষ্ট সমূহ নিম্নরূপঃ

(ক) সাধারনতঃ অতি নিম্নমানের ঘর যথা- ঝুপড়ি, টং, ছই, টিন সেড, আধাপাকা নড়বড়ে অবকাঠামো, জরাজীর্ন দালান ইত্যাদি ।

(খ) অত্যাধিক ঘনবসতি এলাকা।

(গ) বস্তির ঘর তৈরীর সরঞ্জামাদী অত্যাধিক নিম্নমানের এবং সস্তা যথা- চটের বস্তা, পলিথিন, খড় এবং তুলনামূলক ভাবে ছাদ কম উচ্চতা সম্পন্ন।

(ঘ) পয়:নিস্কাশন ব্যবস্থা অপ্রতুল অথবা একেবারেই নেই ।

(ঙ) অপর্যাপ্ত ও অস্বাস্থ্যকর পানি সরবরাহ ব্যবস্থা।

(চ) সরু এবং কাঁচা রাস্তা।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচনা এখানেই শেষ হলো । এ অধ্যায়ের উপর কারো কিছু প্রশ্ন থাকলে এখন জিজ্ঞেস করতে পারেন। (প্রশ্নের উত্তর সহজ ও সরল ভাষায় বুঝিয়ে দিন । প্রশ্ন করা শেষ হলে কাউকে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞেস করুন) আপনি বলুন -

(ক) শুমারী মূহুর্ত ও শুমারী রাতের মধ্যে পার্থক্য কি?

(খ) এ শুমারীতে কত প্রকার রেফারেন্স পিরিয়ড ব্যবহার করতে হবে?

(গ) ডি-ফেক্টো পদ্ধতি বলতে কি বুঝায়?